বোধের বিকাশ

সৃষ্টি মধ্যে মনুষ্যরূপী জীব এল ঈশ্বরীয় বিধানে। কেন এল সৃষ্টি মধ্যে, তার আগমনে সৃষ্টির কি উপকার হল তা তর্ক সাপেক্ষ, কিন্তু মানুষের ক্রমবিবর্তনের ধারায় একটা বিষয় পরিলক্ষিত হয় যে প্রথম থেকেই তার জীবসত্তায় বোধের বিকাশ। এই বোধটাকে মানুষ ক্রমশঃ ব্যাপ্ত করেছে তার সত্তার চেতনার বিকাশে। সত্তা কি? সত্তা হল মনুষ্যের অস্তিত্ব, অর্থাৎ 'আমি' আছি এটাকে প্রতিষ্ঠিত করা। মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে এই বোধটা পরিলক্ষিত হয় না। তারা জগতে আসে, স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে খাদ্যগ্রহণ করে, আত্মরক্ষা করতে শেখে, বংশবৃদ্ধি করে চলে যায়; কিন্তু 'আমি' এলাম এইস্থানে, কেন এলাম, কিভাবে এলাম, এটা জানার মত বুদ্ধি সম্পন্ন বোধ তাদের হয় না। এই রূপ বোধশক্তি মানুষের মধ্যে ঈশ্বর প্রোথিত করে দেন।

বোধশক্তি যদি ঈশ্বরীয় না হত তাহলে মানুষও অন্যান্য প্রাণীদের মতই আচরণ করত, কিন্তু সে তা করে না। জন্ম সময়ে নিজ বোধের যে বীজ তার অন্তরে প্রোথিত করেন ঈশ্বর, পরে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্থূলতঃ সাধারণভাবে বোধেরও বিকাশ হতে শুরু করে। সেই নিজ বোধ বিকাশের ধারায় প্রবাহিত হতে হতে কখনও কখনও তার মনে প্রশ্ন উদ্ভুত হয়, 'আমি কোথা হতে এলাম? কেন আমার এ সত্তাটি সৃষ্টি হল? আমি পূর্বেও ছিলাম, না ছিলাম না?' ইত্যাদি। এই জিজ্ঞাসাগুলির উত্তর খুঁজতে গিয়ে তখন সে চিন্তন শুরু করে। চিন্তনের প্রবাহ তাকে নিয়ে যায় খোঁজে। এই অন্তর জিজ্ঞাসারূপ খোঁজার পালা থেকেই শুরু হয় নিজবোধময় সত্তার আবিষ্কার — আত্ম জিজ্ঞাসা। আমি কে? এ জিজ্ঞাসার উত্তরে তার প্রথমে মনে হয় 'আমি বিশ্ব প্রকৃতির অঙ্গ'। পরে সে ভাবে বিশ্ব প্রকৃতিতে তো বৃক্ষ, ফুল, ফল, প্রাণী, নদী, পর্বত, সমুদ্র সবই আছে, কই তারা তো ভাবে না 'আমি কে'? এই চিন্তনের মধ্য দিয়ে তখন সে আপন বুদ্ধি দ্বারা বোধের সহায়তায় নিজেকে আবিষ্কার করে যে সে বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গ হয়েও তা হতে ভিন্ন প্রকারের। তাহলে সে যে ভিন্ন প্রকারের তা তাকে প্রমাণ করতে হবে। মানুষের এইরূপ ভিন্নতর উপস্থিতি বোধ ব্রহ্মাণ্ড মাঝে কে প্রমাণ করবে? উত্তরে বলা যায়, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি। তাহলে সেই সৃষ্টিকর্তাকে সামনে পেতে হবে। তখন সৃষ্টিকর্তার খোঁজেই মানুষ তার নিজ বোধকে কাজে ব্যবহার করে। সেই নিজ বোধ, চেতনা তাকে একটা বিষয় বুঝতে সাহায্য করে যে সৃষ্টিকর্তাকে সম্মুখে পেতে হলে নিজ সত্তাকে আরও জাগ্রত করতে হবে, করতে হবে নিজ চেতনার প্রসার সীমা থেকে অসীমের গণ্ডীতে; আপন সত্তা জাগ্রত হলেই সে জানতে পারবে সৃষ্টিকর্তাকে পাবার পথের দিশা। সত্তাকে কিভাবে জাগ্রত করবে? সত্তা অর্থাৎ আপন অস্তিত্ব-বোধ। আপন অস্তিত্বকে জানতে পারা যাবে তখনই যখন মানুষ জানতে চেষ্টা করবে তার অন্তরের অন্তরকে। এই পর্য্যন্তই মনুষ্য তার প্রয়াস করতে পারে; কিন্তু এখানেই তার আপন প্রয়াস শেষ হয়ে শুরু হয় ঈশ্বরের অনুকম্পা। হৃদয় মধ্যে তাঁকে খোঁজার আকুলতা দেখে তিনি স্থির থাকতে পারেন না। তিনি নিজেকে মানুষের নিকট ধরা দেবার জন্য সৃষ্টিবক্ষে তখন আপন সংকল্পে ব্রতী হন।

সৃষ্টকে তার সত্তার জাগরণে সর্বপ্রকার সহায়তা দিতে সৃষ্টিকর্তা তখন নিজেকে সৃষ্টের বোধের মধ্যে জাগ্রত করেন। ঈশ্বর প্রণিধানের এটি প্রথম ধাপ। মনুষ্যের সত্তামাঝে জাগৃত হয় আত্ম অনুসন্ধানের ইচ্ছা। সেই ইচ্ছাশক্তিই ক্রমশঃ বর্ধিত হয় আকুলতায় অর্থাৎ, সৃষ্টিকর্তা কোথায়, কিভাবে, কি অবস্থায় আছেন, তাঁকে জানার আকুলতাই উদ্বুদ্ধ করে আত্মশক্তির উন্মেষকে। 'আমি কে' জানতে যে আকুলতার জন্ম হয় সেই আকুলতাই জন্ম দেয় সাধনার। সাধনার পথ ধরে 'স্ব' কে ধ্যান করে মানুষ উন্নীত হয় দ্বিতীয় পর্য্যায়ে। নিজেকে জানার প্রচেষ্টা সফল হলে পরেই ঈশ্বর-অনুকম্পায়, তাঁর কৃপাবলে তাঁকে তিনি জানতে দেন সাধককে। মানুষ যখন সাধক, তখন ঈশ্বর তাঁর সাধনায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকেন। সৃষ্টিকে তিনি জানান তাঁর প্রকাশমান অস্তিত্বের কথা। সাধকের অন্তরের অন্তর্লোকে তিনি তখন নিজেকে উদ্ভাসিত করেন। তাঁর উদ্ভাসিত আলোকে সাধকের বোধে জাগ্রত হয় জ্ঞান। সেই জ্ঞান জ্যোতিতেই সাধক তার স্রষ্টাকে জ্ঞাত হয়। স্রষ্টা নিজেকে জ্ঞাত করান সাধককে আর সাধক তা জ্ঞাত করায় সর্বজনকে। সেই ঈশ্বরীয় জ্ঞানের ধারায় স্নাত হয়ে মানুষ জ্ঞানী হয়ে ওঠে। সত্তার জীবনে অন্ধকার অপসারিত হয়ে আলোকের প্রকাশ ঘটে। সেই জ্ঞানের পিপাসা এক মানুষ হতে অন্যমানুষে ক্রমশঃ সঞ্চারিত হয়।

ঈশ্বর প্রোথিত বোধ এইভাবে সৃষ্টিধারায় মানুষের সত্তার জাগরণে চিরন্তন প্রবাহিত। জ্ঞান সমন্বিত হওয়ার পরেও সাধক অন্তরে প্রশান্তি লাভ করে না কারণ, শুধুমাত্র জ্ঞানের আলোকে স্রষ্টা নিজেকে উদ্ভাসিত করেন কিন্তু সৃষ্টিকর্তার যে অনুকম্পিত দয়ার্দ্র কৃপার আভাষকে সাধক দর্শন ও উপলব্ধি করে, সেটাকে চিরন্তন করে সে তার হৃদয় মধ্যে ধরে রাখতে চায়। তারফলে আবার তার মধ্যে আকুলতার জন্ম হয়। দ্বিতীয়, এই আকুলতা বোধ থেকেই করুণাময় কৃপালের প্রতি কৃতজ্ঞতায় জাগে ভাবরূপ ভক্তি। ভক্তির রসধারায় মন সিক্ত হয়। তখন ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির হৃদয়মধ্যে স্থায়ীভাবে আসন পাতেন ভক্তির সিংহাসনে। জ্ঞান সাধককে তাঁর অস্তিত্বকে জ্ঞাত করায় এবং ভক্তি সাধকের অন্তরকে পরিপূর্ণ করে তোলে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়ার কারণে।

এইভাবে জ্ঞান ও ভক্তির দ্বৈতধারায় মনুষ্য তার সত্তাকে স্নাত করিয়ে ফলতঃ হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ। মনুষ্যের বোধের বিকাশ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। জীবসত্তার মধ্যে জাগ্রত হয় শিবসত্তার। জীবের এই উত্তরণ হল মনুষ্য চেতনায় বোধের বিকাশের ধারা। —

চিরন্তন এক জিজ্ঞাসু মন
খোঁজে মনের অতল তলে।
কে বা আমি, কেন এলাম,
সৃষ্টিমাঝে জীবন ধারায়?
জবাব মেলে মনের মাঝেই
খোঁজো তাঁরে, খোঁজো তাঁরে,
খোঁজার মাঝেই আছেন তিনি
দেবেন ধরা তোমার মাঝে।।

—মাতৃচরণাশ্রিতা শ্রীমতী অদিতি মুখোপাধ্যায়